অংশীদারি সংগঠন
Partnership Organization

৫

ব্যবসায়িক ভূবনে সীমিত আকারের ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায় সুবিধাজনক মনে হলেও বৃহদাকার ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এ সংগঠন তেমন সাফল্য বয়ে আনতে পারেনি। ফলে যৌথ মালিকানার ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ব্যবসায়ে একাধিক মালিক থাকার সুবিধা হচ্ছে- এতে অধিক মূলধন সংগ্রহ করা যায়, পরিচালনায় দক্ষতা আনয়ন করা যায়, অনেক ব্যক্তির মধ্যে ঝুঁকি বণ্টন করা যায়, বিশেষ করে মাঝারি ও তুলনামূলকভাবে বড় আকৃতির ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলা সহজতর হয়। এ ধারণা থেকেই মূলত অংশীদারি ব্যবসায়ের সৃষ্টি। অংশীদারি ব্যবসায় দুই বা ততোধিক সদস্যের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত হয়। এ ব্যবসায়কে আইন অনুসারে পরিচালনার জন্য উপমহাদেশে ১৯৩২ সালে ভারতীয় অংশীদারি আইন জারি করা হয় যা বর্তমানে বাংলাদেশেও প্রচলিত রয়েছে। ব্যবসায় জগতের সূচনা পর্বে এ ধরনের ব্যবসায় শুরু না হলেও বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এটি এক জনপ্রিয় সংগঠন। এ ইউনিটে আমরা অংশীদারি সংগঠন/ব্যবসায়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৫.১: অংশীদারি ব্যবসায়: মৌলিক ধারণা
পাঠ - ৫.২: অংশীদারি ব্যবসায়: গুরুত্ব ও সুবিধা-অসুবিধা
পাঠ - ৫.৩: অংশীদারি ব্যবসায়: প্রকারভেদ ও গঠন
পাঠ - ৫.৪: অংশীদারি ব্যবসায়: চুক্তিপত্র ও নিবন্ধন
পাঠ - ৫.৫: অংশীদারের দায় এবং ব্যবসায়ের বিলোপসাধন

পাঠ ৫.১ অংশীদারি ব্যবসায়: মৌলিক ধারণা
Partnership Business: Basic Concepts

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অংশীদারি ব্যবসায় কী তা বলতে পারবেন।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখতে পারবেন।

আমরা পূর্ববর্তী ইউনিটে একমালিকানা ব্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা করেছি। কতিপয় সীমাবদ্ধতা ও অসুবিধার জন্য কালক্রমে ব্যবসায়ীগণ সংযুক্ত মালিকানার ব্যবসায়ের দিকে এগিয়ে আসে। অংশীদারি ব্যবসায়ে কয়েকজন মালিক থাকে বলে মূলধন সংগ্রহ, দক্ষতর পরিচালনা ও ঝুঁকি বহনে অধিক সুবিধা পাওয়া যায়। এবং তুলনামূলকভাবে বৃহৎ ব্যবসায় সংগঠিত করা যায়। ব্যবসায়ী জগতের প্রাচীনতম অধ্যায়েই এ অংশীদারি ব্যবসায়ের সূত্রপাত। সম্মিলিতভাবে মূলধন সরবরাহ করা যায় এবং ঝুঁকি বহন করা যায় বলে কালক্রমে এ ধরনের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরবর্তী সময়ে এ ধরনের ব্যবসায়কে আইনানুসারে পরিচালনার নিমিত্তে অত্র উপমহাদেশে ১৯৩২ সালে ভারতীয় অংশীদারি আইন জারি করা হয় যা বর্তমান বাংলাদেশেও প্রচলিত।

অংশীদারি সংগঠন/ব্যবসায়ের সংজ্ঞা
Definition of partnership organization/business

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে যে ব্যবসায় গঠন করে তাকে অংশীদারি সংগঠন বা ব্যবসায় বলে। এ ব্যবসায়ে সাধারণত অংশীদারগণ নিজেরাই চুক্তির শর্ত অনুসারে মূলধন সরবরাহ করে থাকে। অংশীদারি ব্যবসায় সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে অথবা সকলের পক্ষ হতে একজনের দ্বারা পরিচালিত হয়। এরূপ ব্যবসায়ের সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ জন ও সর্বোচ্চ ২০ জন । তবে ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ জন অংশীদার থাকতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায়ের কয়েকটি জনপ্রিয় সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- বাংলাদেশে কার্যকর **১৯৩২ সালের ভারতীয় অংশীদারি আইনের ৪ ধারায়** বলা হয়েছে, "সকলের দ্বারা অথবা সকলের পক্ষ হতে যে কোনো এক জনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেদের মধ্যে বণ্টনের জন্য কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক নিহিত থাকে তাকে অংশীদারি বলে, যারা এরূপ সম্পর্কসৃষ্টি করে তাদের প্রত্যেককে অংশীদার এবং সম্মিলিতভাবে তাদের ব্যবসায়কে অংশীদারি ব্যবসায় বলে" [Partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. Persons who have entered into partnership with one another are called individually 'partner' and collectively 'a firm'.]
- **S. E. Thomas** (এস. ই. থমাস) এর মতে, "মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা সংগঠিত সংঘ কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসায়ই অংশীদারি ব্যবসায় নামে পরিচিত" [A partnership is an association of people who carry on business together for the purpose of making profit.][1]

[1] Thomas, S. Evenly (2011). *Commerce its theory and practices*, p.48.

- **১৮৯০ সালের ব্রিটিশ অংশীদারি আইনের ১ ধারায়** বলা হয়েছে, "অংশীদারি ব্যবসায় হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তির একটি সংঘ যারা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সহমালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায় পরিচালনা করে" [Partnership is an association of two ir more persons to carry on as co-owners a business for profit.]

উল্লিখিত আলোচনা ও সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি (সর্বোচ্চ ২০ জন, ব্যাংকিং ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ ১০ জন) দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে সকলের পরিচালনায় অথবা সকলের পক্ষে এক বা একাধিক ব্যক্তির পরিচালনায় কোনো বৈধ ব্যবসায় গঠন করলে তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে। অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো- এর মালিক সীমিত সংখ্যক, এ ব্যবসায় চুক্তি ও পারস্পরিক সদ্বিশ্বাসের মাধ্যমে গড়ে ওঠে, এটি পরিচালনার দায়িত্ব থাকে এক বা একাধিক অংশীদারের ওপর এবং এর মুনাফা সাধারণত চুক্তি অনুযায়ী বণ্টিত হয়।

অংশীদারি ব্যবসায়ের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান

Essential elements of partnership business

দুই বা ততোধিক ব্যক্তির চুক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতেই অংশীদারি ব্যবসায় সৃষ্টি হয়। সুতরাং চুক্তি অংশীদারি ব্যবসায়ের একটি অপরিহার্য উপাদান। তবে আরও কিছু উপাদান রয়েছে যা এ ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। অংশীদারি ব্যবসায়ের এ উপাদানসমূহ নিম্নে আলোচিত হলো:

১. **পারস্পরিক সম্মতি (Mutual consent):** অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করতে হলে অংশীদারদের পারস্পরিক সম্মতি থাকতে হবে। সম্মতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে অংশীদারি ব্যবসায়ে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না।

২. **চুক্তি (Contract):** অংশীদারি সম্পর্ক শুধু চুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে । কারও জন্মগত অধিকার বা অন্য কোনরূপ সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যবসায়ের জন্য একত্রিত হলে তা অংশীদারি ব্যবসায় বলে বিবেচিত হবে না। অর্থাৎ অংশীদারি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে একাধিক একত্রিত হতে হলে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমেই হতে হবে।

৩. **সদস্য সংখ্যা (Number of members):** অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য একাধিক হতে হয়। এরূপ ব্যবসায়ের সদস্য সংখ্যা ২ থেকে সর্বাধিক ২০ জন পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু ব্যাংকিং ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যা ১০ জনে সীমিত থাকে।

৪. **আইন সম্মত ব্যবসায় (Legal business):** অংশীদারি ব্যবসায় দেশের আইনের দৃষ্টিতে বৈধ হতে হবে। অর্থাৎ ব্যবসায় সংগঠনের মাধ্যমে রাষ্ট্র কিংবা সমাজবিরোধী ও অকল্যাণকর কোনো কাজ করা যাবে না।

৫. **লাভ-লোকসান বণ্টন (Distribution of profit-loss):** অংশীদারি ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে লাভ-লোকসান চুক্তি মোতাবেক বণ্টন করতে হবে। অর্থাৎ লাভ-লোকসান সব অংশীদারের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়ার রীতি থাকতে হবে।

৬. **অংশীদারিদের যোগ্যতা (Capability of partners):** চুক্তি সম্পাদনের জন্য যোগ্য সকল ব্যক্তিই অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদার হবার যোগ্য। চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্যতার কারণেই নাবালক, পাগল, দেউলিয়া ব্যক্তি অংশীদারি হতে পারে না।

৭. **পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা (Administration & management):** অংশীদারি ব্যবসায়ের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সকল অংশীদার বা সকল অংশীদারের পক্ষে এক বা একাধিক অংশীদারের ওপর ন্যস্ত থাকতে পারে।

৮. **পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস (Mutual confidence & trust):** এ ব্যবসায়ের একটি অন্যতম উপাদান হচ্ছে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস। কেননা পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস ব্যতীত অংশীদারি ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করা যায় না। এ কারণেই অংশীদারদের মধ্যকার চুক্তিকে চরম সদ্বিশ্বাস এর চুক্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

ওপরে আলোচিত উপাদানসমূহ উপস্থিত থাকলে কোনো ব্যবসায়কে অংশীদারি ব্যবসায় হিসেবে গণ্য করা যায়।

অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যাবলি

Characteristics of partnership business

কতিপয় স্বকীয় গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্যের জন্য অংশীদারি ব্যবসায় ব্যবসায়িক অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত। অংশীদারি ব্যবসায়ের এ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. **সহজ গঠন প্রণালি (Easy formation):** অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করা সহজ বলে এ ধরনের ব্যবসায় অধিক জনপ্রিয়। কারণ, কয়েকজন লোক একত্রিত হয়ে লাভ-লোকসান বণ্টনের একটা হার নির্ধারণ করা বৈধ কোনো ব্যবসায় গঠন করলেই তা অংশীদারি ব্যবসায় হিসেবে গণ্য হবে।

২. **আইনের সম্পর্ক (Legal relation):** অংশীদারি ব্যবসায় ১৯৩২ সালের ভারতীয় অংশীদারি আইন অনুসারে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ আইন বাংলাদেশেও গৃহীত হয়েছে।

৩. **সদস্য সংখ্যা (Number of members):** যেকোনো আকারে অংশীদারি ব্যবসায় গঠনের জন্য ২ হতে সর্বাধিক ২০ জন সদস্যে প্রয়োজন হয়। অবশ্য ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সদস্যদের সর্বোচ্চ সীমা ১০ জন।

৪. **মূলধন সরবরাহ (Supply of capital):** অংশীদারি ব্যবসায়ের মূলধন অংশীদারগণই সরবরাহ করে থাকেন। তবে কে কী পরিমাণ মূলধণ সরবরাহ করবে তা নির্ভর করে চুক্তির ওপর।

৫. **অংশীদারদের পারস্পরিক সম্পর্ক (Interrelation of partners):** অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক চুক্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

৬. **অংশীদার হবার যোগ্যতা (Eligibility to become partner):** নাবালক, বিকৃত মস্তিষ্ক, দেউলিয়া কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহী-এ ধরনের লোক ছাড়া যে কেই স্বজ্ঞানে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে অংশীদার হতে পারে।

৭. **অপরিসীম দায় (Unlimited liability):** অংশীদারি ব্যবসায়ের দেনার জন্য প্রত্যেক অংশীদার ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে দায়ী। ব্যবসায়ের দেনার জন্য প্রয়োজন হলে একজন সাধারণ অংশীদারের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি পর্যন্ত বিক্রয় করে দায় পরিশোধ করা যেতে পারে।

৮. **মুনাফা বণ্টন (Distribution of profit):** অংশীদারগণের মধ্যে কে কী হারে মুনাফার অংশ পাবে তা নির্ভর করে চুক্তির শর্তের ওপর। তবে চুক্তিতে এ বিষয়ে কোনো কিছু উল্লেখ না থাকলে মুনাফা সকল অংশীদারদের মধ্যে সমান ভাগে বিভক্ত হবে।

৯. **ব্যবস্থাপনা (Management):** প্রচলিত আইনানুসারে অংশীদারি ব্যবসায়ের সকল অংশীদার অথবা সকলের পক্ষে এক বা একাধিক অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারে।

১০. **আইনগত সত্তা (Legal entity):** আইনের সৃষ্টিতে অংশীদারি ব্যবসাযের কোনো আইনগত সত্তা নেই। সে জন্যেই অংশীদারি ব্যবসায়ের নামে কোনো মামলা দায়ের করা যায় না।

১১. **চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস (Utmost good faith):** অংশীদারগণের মধ্যে পারস্পরিক সদ্বিশ্বাস এ ব্যবসায়ের সফলতা ও টিকে থাকার চাবিকাঠি। কারণ বিশ্বাস থেকেই অংশীদারি ব্যবসায়ের উৎপত্তি।

১২. **ব্যবসায়ের বৈধতা (Legality of business):** কোনো ব্যবসায় অংশীদারি ব্যবসায় হতে হলে তা অবশ্যই দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে বৈধ হতে হবে। কোনো অবৈধ ব্যবসায় অংশীদারি ব্যবসায় হিসেবে আইনগত ভাবে স্বীকৃতি পায় না।

১৩. **মালিকানা অহস্তান্তরযোগ্যতা (Non-transferability of ownership):** একজন অংশীদার তার মালিকানার অংশ যথেচ্ছভাবে হস্তান্তার করতে পারে না। তবে সকল অংশীদারি সম্মতিক্রমে তার অংশ হস্তান্তর করতে পারে।

১৪. **ব্যবসায়ের আয়তন (Size of business):** সীমিত মূলধন এবং সীমাহীন দায়দায়িত্বের জন্য এ ধরনের ব্যবসায়ের আয়তন ক্ষুদ্র হয়ে থাকে।

১৫. **সম্পদের মালিকানা (Ownership of assets):** অংশীদারি ব্যবসায়ের সমস্ত সম্পদের মালিকানা যৌথভাবে সব অংশীদারের হাতে ন্যস্ত থাকে। ব্যবসায়ের অবসাযন কালে অংশীদারগণ সমান সমান ভাবে কিংবা চুক্তি অনুযায়ী সম্পদের অংশীদার হয়ে থাকে।

১৬. **নিবন্ধনে ঐচ্ছিকতা (Willingness to registration):** অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন ঐচ্ছিক। অংশীদারগণ ইচ্ছ করতে ব্যবসায় নিবন্ধান করতে পারেন, নাও করতে পারেন। এতে কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই।

১৭. **অংশীদারদের পারস্পরিক প্রতিনিধিত্ব (Mutual agency of partners):** অংশীদারগণ ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ে একে অপরের প্রতিনিধি। প্রত্যেকেই ব্যবসায়িক কাজের জন্য যৌথভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

১৮. **ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব (Stability of business):** অংশীদারি ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব মূলত অংশীদারদের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তবে কোনো অংশীদারের মস্তিষ্ক বিকৃতি, দেউলিয়াত্ব ইত্যাদি কারণেও ব্যবসায় ভেঙ্গে যেতে পারে।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো অংশীদারি ব্যবসায়কে অপরাপর ব্যবসায় সংগঠন থেকে পৃথক ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

সারসংক্ষেপ

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে যে ব্যবসায় গঠন করে তাকে অংশীদারি সংগঠন বা ব্যবসায় বলে। এ ব্যবসায়ে সাধারণত অংশীদারগণ নিজেরাই চুক্তির শর্ত অনুসারে মূলধন সরবরাহ করে থাকে। চুক্তি অংশীদারি ব্যবসায়ের একটি অপরিহার্য উপাদান। কতিপয় স্বকীয় গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্যের জন্য অংশীদারি ব্যবসায় ব্যবসায়িক অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত। এ বৈশিষ্ট্যগুলো অংশীদারি ব্যবসায়কে অপরাপর ব্যবসায় সংগঠন থেকে পৃথক ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

পাঠ ৫.২ অংশীদারি ব্যবসায়: গুরুত্ব ও সুবিধা-অসুবিধা

Partnership Business: Importance and Advantages-Disadvantages

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অংশীদারি ব্যবসায়ের গুরুত্ব বলতে পারবেন।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের সুবিধাগুলো লিখতে পারবেন।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের অসুবিধাগুলো বলতে পারবেন।

পূর্বের ইউনিটে আমরা দেখেছি, অংশীদারি ব্যবসায়ের কিছু নিজস্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্যান্য ব্যবসায় থেকে একে আলাদা করেছে। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে এ ব্যবসায়ের জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়ে চলেছে। আমরা আরও জেনেছি, এ ব্যবসায়ের কিছু উপাদান রয়েছে যা এ ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। এ ইউনিটে আমরা অংশীদারি ব্যবসায়ের গুরুত্ব এবং সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করবো।

অংশীদারি ব্যবসায়ের গুরুত্ব

Importance of partnership business

মাঝারি আয়তনের ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে অংশীদারি সংগঠন ব্যবসায় জগতে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সীমিত পুঁজি ও একক পরিচালনাগত কারণে একমালিকানা ব্যবসায় যেখানে অবরুদ্ধ, অংশীদারি ব্যবসায় সেখানে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের গুণে অগ্রসরমান। আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে অংশীদারি ব্যবসায়ের ভূমিকা অসীম। ব্যবসায়িক ভূবনে অংশীদারি ব্যবসায়ের এ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিম্নে আলোচনায় তুলে ধরা হলো:

১. **অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন (Economic welfare):** অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনে অংশীদারি ব্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। একাধিক মালিকের সম্মিলিত পুঁজির দ্বারা গঠিত এ ব্যবসা-এর মালিককে, শ্রমিক-কর্মীদেরকে এবং সরকারকে (রাজস্ব দানের মাধ্যমে) অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা করে।

২. **একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিলোপসাধন (Elimination of monopoly business):** দেশে একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিলোপসাধনে এ ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মাঝারি আয়তন ও ক্ষুদ্রায়তনের অধিক সংখ্যক শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে অংশীদারি ব্যবসায়, ব্যবসায় জগতে একচেটিয়া ব্যবসায়ের প্রভাব হ্রাসে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

৩. **কর্মসংস্থান (Employment):** দেশের বেকার সমস্যা দূরীকরণে এ ব্যবসায়ের ভূমিকা ও গুরুত্ব অসীম। দেশের স্বল্পবিত্ত বেকার জনশক্তি অল্প পুঁজি নিয়ে বন্ধুবান্ধব বা কিছু সংখ্যক ব্যক্তির সহায়তায় অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করতে পারে। এতে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান হয়।

৪. **সামাজিক কল্যাণ (Social welfare):** অংশীদারি ব্যবসায় মাঝারি কিংবা ক্ষুদ্রায়তনের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করে থাকে। এ ব্যবসায়ের দ্বারাই উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী দেশের আনাচেকানাচে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। এতে সামাজিক সেবা নিশ্চিত হয়।

৫. **শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন ও বিকাশ (Entrepreneurship development):** অংশীদারি ব্যবসায় দেশের শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। একক মালিক যেখানে অধিক ঝুঁকির ভয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠনে

অপরাগ, সেখানে কয়েকজন ব্যক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অংশীদারি ব্যবসায় গঠনের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন সহজতর হয়।

৬. **ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ (Expansion of business):** ব্যবসায় জগতে এ ব্যবসায় ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সামগ্রিক ব্যবসায়ের সম্প্রারণে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যেসব ক্ষেত্রে কোম্পানি ব্যবসায় গড়ে তোলা দুষ্কর, সেসব ক্ষেত্রে এ ব্যবসায় সাফল্যজনকভাবে তার ব্যবসায়িক কার্মকাণ্ড পরিচালনা করতে সক্ষম হয়।

৭. **সম্মিলিত প্রচেষ্টার সুফল (Fruitful result of joint effort)ঃ** অংশীদারি ব্যবসায় যৌথ উদ্যোগ ও কয়েকজনের সম্মিলিত পুঁজি বিনিয়োগের ফসল। সামাজিক জীবনে অনেকেই এরূপ যৌথ প্রচেষ্টার দ্বারা বহু অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করে থাকে। এর সুফল ব্যক্তি জীবন থেকে সমাজ জীবনেও বিস্তার লাভ করে।

৮. **পণ্যের মান উন্নয়ন (Improvement of quality of products):** ব্যবসায় জগতে অংশীদারি ব্যবসায়ের আগমন সামগ্রিক ব্যবসায়ের আধুনিকায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। কেননা নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন, উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ ব্যবসায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৯. **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন (Improvement of standard of living):** অংশীদারদের যৌথ প্রচেষ্টার ফলে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, প্রচুর পরিমাণে পণ্য উৎপন্ন হয় এবং তা দেশের সকল প্রান্তে পৌঁছান সম্ভব হয়। এতে শ্রমিক-কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হয় এবং সামগ্রিকভাবে তা জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি বয়ে আনে। ফলে জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন হয়।

সুতরাং সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সংগতি বিধানের স্বার্থে অংশীদারি ব্যবসায়ের ভূমিকা অপরিসীম। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির ব্যবসায় যতোদিন বিদ্যমান থাকবে অংশীদারি ব্যবসায়ও পৃথিবীতে ততোদিন বিরাজ করবে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের সুবিধা

Advantages of partnership business

মাঝারি আকৃতির ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে অংশীদারি ব্যবসায়ের কতগুলো বিশেষ সুবিধা রয়েছে। এসব সুবিধার কারণে জনগণের চাহিদা পূরণার্থে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বণ্টনের মাধ্যমে এ ব্যবসায় সাফল্যের সাথে টিকে আছে। অংশীদারি ব্যবসায়ের এ সুবিধাসমূহ নিম্নে আলোচনা হলো:

১. **গঠনে সহজসাধ্যতা:** অংশীদারি ব্যবসায় গঠনে কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই বলে এটি গঠন করা অত্যন্ত সহজ। দুই বা ততোধিক প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ ব্যক্তি সম্মিলিত মূলধনের ভিত্তিতে স্বতঃস্ফুর্তভাবে লাভ-লোকসান বণ্টনের হার স্থির করে যে কোনো সময় এ ব্যবসায় আরম্ভ করতে পারে।

২. **মূলধন ও ঋণ সংগ্রহে সুবিধা:** অংশীদারি ব্যবসায়ের মালিক অধিক বলে এ ধরনের ব্যবসায়ের পক্ষে প্রয়োজন মোতাবেক বেশি পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হয়। আবার অংশীদারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যবসায়ের প্রয়োজনে অধিক পরিমাণ ঋণ সংগ্রহ করা অংশীদারি ব্যবসায়ের পক্ষে সহজ হয়।

৩. **যৌথ পরিচালনা:** অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালনার জন্য সকল অংশীদার একক ও যৌথভাবে দায়ী থাকে। সকলেই তাদের পৃথক পৃথক যোগ্যতা অনুসারে পরিচালনার দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয়। এর ফলে সকলের সম্মিলিত পরিচালনায় ব্যবসায়ের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং সহজেই সফলতা অর্জিত হয়।

৪. **দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** ব্যবসায়ে নানাবিধ পরিস্থিতিতে বা যে কোনো কারণে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। এরূপ পরিস্থিতিতে অংশীদারি ব্যবসায়ের মালিকগণ একত্রিত হয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত দ্রুত গ্রহণ করতে পারেন।

৫. **অসীম দায়ের সুবিধা:** অংশীদারগণের দায় অসীম বলে অংশীদারি ব্যবসায় বাজার হতে অত্যন্ত সহজে ঋণ সংগ্রহ করতে পারে আবার একই কারণে অংশীদারগণ তাদের সাধ্যমত ব্যবসায়কে লাভজনক করার প্রচেষ্টায়ও লিপ্ত থাকে।

৬. **গোপনীয়তা রক্ষা:** শুধু কযেকজন অংশীদার ব্যবসায়ের সাথে জড়িত থাকে বলে এ ধরনের ব্যবসায়ে সহজেই গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হয়।

৭. **নতুন অংশীদার গ্রহণ:** ব্যবসায়ের পরিধি বৃদ্ধি করতে হলে বা অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন হলে সকল অংশীদারের যৌথ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যে কোনো সময় নতুন অংশীদার গ্রহণ করা যায়।

৮. **সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতান্ত্রিকতা:** ব্যবসায়ের গুরুত্বপুর্ণ বিষয়াবলির ক্ষেত্রে সকল সদস্য সম্মিলিতভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলে তা যথাযথ, কার্যকর ও সময়োপযোগী হয়ে থাকে।

৯. **ঝুঁকি বণ্টন:** এ ধরনের ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান সকল অংশীদার শেয়ারের অনুপাতে বা শর্তানুসারে ভাগ করে নেয়। ফলে প্রত্যেক মালিকের ভাগে লোকসানের ঝুঁকি কমে আসে।

১০. **মিতব্যয়িতা:** ব্যবসায়ের মালিকগণ ওতপ্রোতভাবে সকল কার্যক্রম দেখাশুনা করেন। ফলে অপচয় রোধ, ব্যয় হ্রাস ইত্যাদির মাধ্যমে মিতব্যয়িতা অর্জন সম্ভব হয়।

১১. **অধিক জনসংযোগ:** অংশীদারি ব্যবসায়ে মালিক একধিক থাকায় তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ক্রেতা, বিক্রেতা, সরবরাহকারী, শ্রমিক ও কর্মচারী, ঋণদাতা ব্যাংক ও প্রতিবেশী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। এটি ব্যবসায়ের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

১২. **ব্যবসায়ের সুনাম বৃদ্ধি:** সম্মিলিত পরিচালনা, সুষ্ঠু জনসংযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সুনাম দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

১৩. **দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ:** অংশীদারি ব্যবসায় তুলনামূলকভাবে বৃহৎ আকারের প্রতিষ্ঠান বিধায় প্রয়োজনবোধে অধিক বেতন দিয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগ করা যায়।

১৪. **শ্রম বিভাগ:** প্রতিষ্ঠানটি তুলনামূলকভাবে বৃহদায়তন হওয়ায় শ্রমিক বা কর্মচারীদের কাজের ক্ষেত্রেও শ্রমবিভাগের সুবিধা পাওয়া যায়। এভাবে শ্রমবিভাগের প্রবর্তন ব্যবসায় উন্নয়নের সহায়ক।

১৫. **মালিকানা ও পরিচালনায় একাত্মতা:** অংশীদারি ব্যবসায়ের মালিক ও পরিচালক মূলত অংশীদাররাই হয় বিধায় তাদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয়া সহজ হয়। ফলে প্রত্যেকেই একাত্ম হয়ে কাজ করে এবং প্রতিষ্ঠানটিকে সফল করে তুলতে সচেষ্ট থাকে।

১৬. **ব্যবস্থাপনা বিশেষায়ন:** বিভিন্ন অংশীদার ব্যবসায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (যথা- বিপণন, হিসাবরক্ষক, প্রশাসন, গবেষণা ইত্যাদি) বিশেষায়িত হলে ব্যবসায় দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা সহজ হয়।

অংশীদারি ব্যবসায়ের অসুবিধা

Disadvantages of partnership business

অংশীদারি ব্যবসায়ের বহুবিধ সুবিধার পাশাপাশি কতিপয় অসুবিধাও রয়েছে। অংশীদারি ব্যবসায়ের এ অসুবিধাগুরো নিম্নে আলোচিত হলো:

১. **আইনগত সত্তার অভাব:** অংশীদারি ব্যবসায় আইন সৃষ্ট নয় বলে এর কোনো আইনগত সত্তা নেই। আইনগত সত্তার অভাব থাকায় এরূপ ব্যবসায় পরিচালনায় কখনো কখনো অসুবিধা দেখা দেয়।

২. **স্থায়িত্বের অভাব:** অংশীদারি ব্যবসায় অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। কোনো অংশীদারের মৃত্যু হলে, কোন অংশীদার পাগল বা দেউলিয়া হলে কিংবা অংশীদারগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে এ ধরনের ব্যবসা ভেঙ্গে যায়।

৩. **মূলধনের সীমাবদ্ধতা:** একমালিকানা ব্যবসায়ের তুলনায় যৌথ প্রচেষ্টা মাধ্যমে এ ব্যবসাযে অধিক মূলধন সংগৃহীত হয়, তবে বৃহদায়তন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এ মূলধন যথেষ্ট নয়। তাই বৃহৎ শিল্প কারখানা স্থাপনে এ ব্যবসায় তেমন উপযোগী নয়।

৪. **অসীম দায়:** অংশীদারি ব্যবসায়ে প্রত্যেক অংশীদারের দায় অসীম। অর্থাৎ কোনো একজন অংশীদারের কার্যাবলির জন্য সকল অংশীদারের সমুদয় সম্পত্তি দায়গ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। এজন্য অনেকের অংশীদারি ব্যবসায়ের প্রতি আগ্রহী হয় না।

৫. **মালিকানা হস্তান্তরে বাধা:** যেহেতু অংশীদারি ব্যবসায়ে মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য নয় সেহেতু কেউ ইচ্ছা করলেও সহজে এ ধরনের ব্যবসায় পরিত্যাগ করতে পারে না।

৬. **সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসুবিধা:** কোনো জটিল বিষয়ে সকল অংশীদারের পক্ষে কমতম হওযা, কিংবা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল অংশীদারকে তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হতে পারে।

৭. **পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতা:** ব্যবসায় শুরু করার সময় সকল অংশীদার পারস্পরিক বিশ্বাসের বন্ধনে আবদ্ধ হলেও কালক্রমে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসহীনতা জন্ম নিতে পারে। আর এরই ফলে অংশীদারি ব্যবসায় ভেঙ্গে যায়।

৮. **অদক্ষতা ও অসততার পরিণাম:** কোনো অদক্ষ বা অসৎ অংশীদার যদি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এমন কোনো কাজ করে যে এর ফলে গোটা প্রতিষ্ঠানটিই দায়গ্রস্ত হয়ে পড়ে, তবে সে দায়ভারও সকল অংশীদারকে বহন করতে হয় এবং এতে ব্যবসায়ে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।

৯. **নেতৃত্বের অভাব:** ব্যবসায় পরিচালনায় সকল সদস্যের সমান অধিকার থাকায় কোনো সদস্যই একক নেতৃত্ব পায় না। এর ফলে নেতৃত্বহীনভাবে প্রতিষ্ঠান স্থবির হয়ে পড়তে পারে এবং এর অগ্রগতি ব্যাহত হতে পারে।

১০. **সীমিত সদস্য:** আইনানুসারে ব্যাংকিং এবং অন্যান্য শ্রেণিভুক্ত ব্যবসায়ে অংশীদারদের সংখ্যা যথাক্রমে ১০ ও ২০ এ সীমিত থাকে। এতে অনেক ক্ষেত্রেই পুঁজির অভাবে ব্যবসায়ের আয়তন বৃদ্ধি করা বা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

১১. **অপব্যয় ও অপচয়:** একমালিকানা ব্যবাসয়ে যেমন একজন মালিক একান্ত আপনারমনে করে ব্রবসায়ে সর্বাধিক ব্যয় সংকোচন ও অপচয় রোধ করতে পারে, অংশীদারি ব্যবসায়ে তা সম্ভব হয় না। কারণ কোন অংশীদারই ব্যবসায়কে একান্তই নিজের মনে করতে চায় না।

১২. **জনগণের আস্থাহীনতা:** আইনের সৃষ্টিতে সত্তাহীনতা, হিসাবরক্ষণের বিষয়ে সরকারি নিযন্ত্রণহীনতা এবং প্রকৃতিগতভাবে স্থায়িত্বহীনতার কারণে জনগণ এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের ওপর তেমন আস্থা রাখতে পারে না।

১৩. **সম্প্রসারণের সীমাবদ্ধতা:** অংশীদারের সর্বোচ্চ সংখ্যা সীমিত। ফলে ব্যবসায জগতের উত্তরোত্তর সম্প্রসারণের সাথে তাল মিলিয়ে চলা অংশীদারি ব্যবসায়ের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

১৪. **বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে ব্যর্থতা:** বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যখন কোনো দেশে পুঁজি খাটাতে চায়, তখন তারা অংশীদারির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়কে বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত মনে করেনা। এর প্রধান কারণ অংশীদারি ব্যবসায়ে বিনিয়োগের নিরাপত্তাহীনতা।

১৫. **ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা:** অধিক সংখ্যক বিনিয়োগকারীর মধ্যে ঝুঁকি বণ্টিত হওয়ার সুযোগ না থাকায় অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ঝুকিপূর্ণ ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করা সম্ভব হয না। এজন্য অংশীদারি ব্যবসায় সর্বদাই কম ঝুকিপূর্ণ ক্ষেত্রে সীমিত থাকে।

১৬. **উন্নত প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার:** অংশীদারি ব্যবসায় আয়তনে সাধারণত ক্ষুদ্রাকার বা মাঝারি ধরনের হয় বলে এরূপ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আধুনিক প্রযুক্তি, কম্পিউটারও তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কৌশল ইত্যাদি পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।

উল্লিখিত বিষয়গুলোর কারণে অংশীদারি ব্যবসায় কোম্পানি সংগঠন কিংবা অন্যান্য বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সুবিধাসমূহ অর্জন করতে পারেনি। যদিও পুঁজি সংগ্রহ ও আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায় অপেক্ষা অংশীদারি ব্যবসায় বেশ কিছু সুবিধা ভোগ করছে।

সারসংক্ষেপ

মাঝারি আয়তনের ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে অংশীদারি সংগঠন ব্যবসায় জগতে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সীমিত পুঁজি ও একক পরিচালনাগত কারণে একমালিকানা ব্যবসায় যেখানে অবরুদ্ধ, অংশীদারি ব্যবসায় সেখানে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের গুণে অগ্রসরবমান। আমাদের অর্থনেতিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে অংশীদারি ব্যবসায়ের ভূমিকা অসীম। মাঝারি আকৃতির ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে অংশীদারি ব্যবসায়ের কতগুলো বিশেষ সুবিধা রয়েছে। এসব সুবিধার কারণে জনগণের চাহিদা পূরণার্থে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বণ্টনের মাধ্যমে এ ব্যবসায় সাফল্যের সাথে টিকে আছে। অংশীদারি ব্যবসায়ের বহুবিধ সুবিধার পাশাপাশি কতিপয় অসুবিধাও রয়েছে যা ব্যবসায় সম্প্রসারণে বড় বাধা।

পাঠ ৫.৩ অংশীদারি ব্যবসায়: প্রকারভেদ ও গঠন
Partnership Business: Types and Formation

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় সম্পর্কে বলতে পারবেন।

অংশীদারি ব্যবসায়ের গুরুত্ব আলোচনার মাধ্যমে আমরা প্রাথমিক একটি ধারণা পেয়েছি যে, এ ধরনের ব্যবসায় বিভিন্ন প্রকারের আছে। ঠিক তেমনি, বিভিন্ন ধরনের অংশীদারও দেখতে পাওয়া যায়। ব্যবসায়ের ধরন কী হবে, অংশীদার কী রকম হবে, এ সবই নির্ভর করছে ব্যবসায়ের গঠনের ওপর। এ পাঠে আমরা বিভিন্ন প্রক্ও অংশীদারি ব্যবসায়, অংশীদারের প্রকারভেদ এবং এ ব্যবসায়ের গঠন নিয়ে আলোচনা করবো।

অংশীদারি ব্যবসায়ের প্রকারভেদ
Types of partnership business

দুই বা ততোধিক ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে চুক্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে অংশীদারি ব্যবসায়। ব্যবসায়ের প্রকৃতি, চুক্তির শর্ত ও অংশীদারদের দায়দায়িত্বের ভিত্তিতে অংশীদারি ব্যবসায়কে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। রেখাচিত্রের সাহায্যে এ প্রকারভেদগুলো প্রদর্শিত হলো:

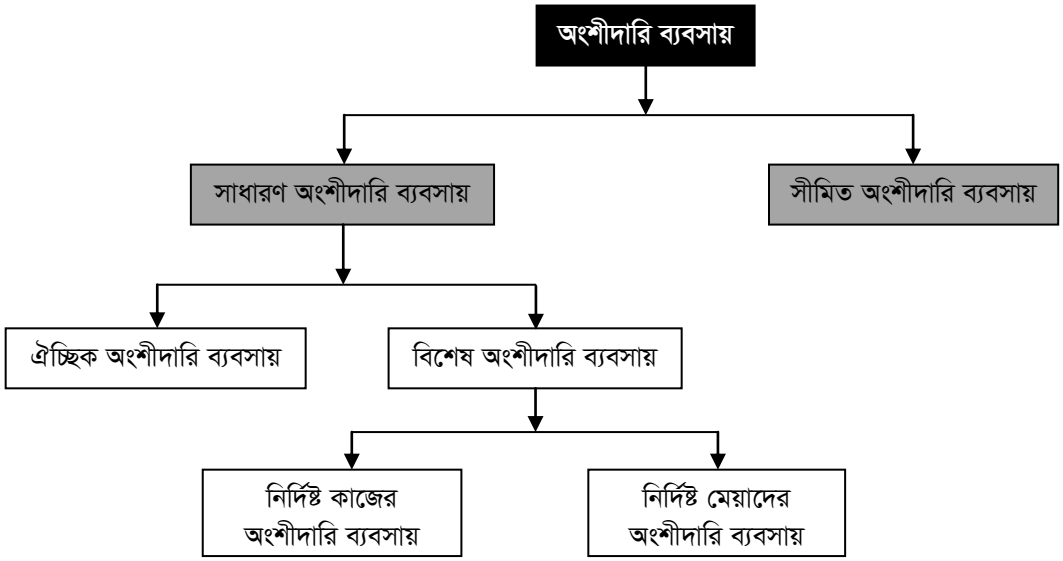

চিত্র ৫.১ ঃ অংশীদারি ব্যবসায়ের প্রকারভেদ

১. সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায় (Ordinary partnership)

সকল অংশীদারের অসীম দায় বিশিষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকেই সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায় বলে। বাংলাদেশে ১৯৩২ সালের ভারতীয় অংশীদারি আইন অনুসারে সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায় নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যবসায়ের দায় বা ঋণের জন্য সকল অংশীদার যৌথভাবে এবং এককভাবে এক্ষেত্রে দায়ী থাকে। সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায় আবার দু প্রকার হয়ে থাকে। যথা-

ক. বিশেষ অংশীদারি ব্যবসায় (Particular partnership): যে অংশীদারি ব্যবসায় কোনো বিশেষ কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের জন্য গঠিত হয় তাকে বিশেষ অংশীদারি ব্যবসায় বলে। বিশেষ অংশীদারি ব্যবসায় আবার দু প্রকার:

- **নির্দিষ্ট কাজের অংশীদারি ব্যবসায় (Partnership for a particular purpose):** অংশীদারি ব্যবসায় যখন নির্দিষ্ট কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য গঠিত হয় এবং উক্ত কার্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে ব্যবসায়ের বিলুপ্তি ঘটে তখন তাকে নির্দিষ্ট কাজের অংশীদারি ব্যবসায় বলে।
- **নির্দিষ্ট মেয়াদের অংশীদারি ব্যবসায় (Partnership for a particular term):** কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য যে অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করা হয় তাকে নির্দিষ্ট মেয়াদের অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

খ. ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায় (Partnership at will): যদি কোনো অংশীদারি ব্যবসায় কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা কোনো বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য গঠিত হয় এবং উক্ত সময় উত্তীর্ণ বা কার্য সম্পাদিত হবার পরও ব্যবসায়টি বিলুপ্ত না হয় তবে তাকে ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায় বলা হয়। এ ধরনের অংশীদারি ব্যবসায় যে কোনো অংশীদার নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে ভেঙ্গে দিতে পারে।

২. **সীমিত অংশীদারি ব্যবসায় (Limited partnership business)**

যে অংশীদারি ব্যবসায়ে এক বা একাধিক অংশীদারের দায়দায়িত্ব সীমিত থাকে তাকে সীমিত অংশীদারি ব্যবসায় বলে। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ের অসীম দায়ও ঋণের জন্য সীমিত দায়ের অংশীদারগণ শুধু পূর্ব নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত দায়ী থাকে। এরূপ ব্যবসায়ে কমপক্ষে একজন অংশীদারের দায় অবশ্যই সীমিত থাকবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সসীম ও অসীম উভয় প্রকার দায়বিশিষ্ট অংশীদারের সমন্বয়ে গঠিত ব্যবসায়কেই সীমিত অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

অংশীদারের প্রকারভেদ

Kinds of partners

অংশীদারি আইনানুসারে সকল অংশীদার সমমর্যাদা সম্পন্ন। তবুও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নানা প্রকারের অংশীদার লক্ষ্য করা যায়। অংশীদারদের ক্ষমতা, দায়িত্ব, কর্তব্য, প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা ইত্যাদির তারতম্যের ভিত্তিতে তাদেরকে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়:

১. সাধারণ বা সক্রিয় অংশীদার (Ordinary or active partner)
২. নিষ্ক্রিয় অংশীদারি (Dormant or sleeping partner)
৩. নামেমাত্র অংশীদার (Nominal partner)
৪. আপাতদৃষ্টি অংশীদার (Quasi partner)
৫. প্রতিবন্ধ অংশীদার (Partner by estoppel)
৬. আচরণে অনুমিত অংশীদার (Self-styled partner by holding-out)
৭. সীমাবদ্ধ অংশীদার (Limited partner)
৮. বৈতনিক অংশীদার (Salaried partner)
৯. মুনাফাভোগী অংশীদার (Profit-earning partner)
১০. কর্মী অংশীদার (Working partner)
১১. অবসরপ্রাপ্ত অংশীদার (Retired partner)
১২. নাবালক অংশীদার (Minor partner)

১. **সাধারণ বা সক্রিয় অংশীদার (Ordinary or active partner):** অংশীদারি ব্যবসায়ের মালিকগণের মধ্যে যারা ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করেন, ব্যবসায় পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকেন এবং অসীম দায় বহনসহ লাভ-লোকসানের ভাগ গ্রহণ করেন তাদেরকে সাধারণ অংশীদার বলা হয়।

২. **নিষ্ক্রিয় বা সুপ্ত অংশীদার (Dormant or sleeping partner):** যে অংশীদার প্রতিষ্ঠানে মূলধন বিনিয়োগ করে, তবে সক্রিয়ভাবে ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না, কিন্তু অসীম দায় বহন করে ও লাভ-লোকসান ভাগ করে নেয় তাকেই নিষ্ক্রিয় অংশীদার বলা হয়। এ শ্রেণির অংশীদারগণ নিজে ব্যবসায় পরিচালনা করেনি-এ যুক্তিতে দায়-দায়িত্ব বা ঋণের বোঝা হতে মুক্তি পাবে না।

৩. **নামমাত্র অংশীদার (Nominal partner):** অংশীদারি ব্যবসায়ের জগতে এমন কতিপয় ব্যবসায়ী রয়েছেন যারা নিজেদের সুনামটাই শুধু ব্যবহার করতে দিয়ে অংশীদার হিসেবে গণ্য হন। এ ধরনের অংশীদার কোনরূপ মূলধন সরবরাহ করে না, কিংবা ব্যবসায় পরিচালনায়ও অংশগ্রহণ করে না। শুধু তার নামটি ব্যবহার করতে দিয়ে তিনি মুনাফার অংশ ভোগ করে থাকেন।

৪. **আপাতদৃষ্টিতে অংশীদার (Quasi partner):** কোন অংশীদার যদি ব্যবসায় হতে অবসর গ্রহণ করেন, কিন্তু ব্যবসায়ে প্রদত্ত মূলধন ঋণ হিসেবে রেখে দেন এবং ব্যবসায় হতে মুনাফার অংশের বদলে সুদ গ্রহণ করে থাকেন তবে এ ধরণের অংশীদারকে আপাতদৃষ্টিতে অংশীদার বলা হয়।

৫. **প্রতিবন্ধ অংশীদার (Partner by estoppel):** ব্যবসায়ের সুবিধার্থে যদি অংশীদারগণ তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে নিজেদের ব্যবসায়ের অংশীদার বলে প্রচার করেন এবং ঐ ব্যক্তি বিষয়টি জেনওে মৌনতা অবলম্বন করেন, তবে তাকে প্রতিবন্ধ অংশীদার বলা হবে। প্রতিবন্ধ অংশীদার প্রকৃত অর্থে অংশীদারই নন। কিন্তু বাজারে তার সুনাম আছে এবং তিনি মৌনভাবে ঐ সুনামটুকু সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদেরকে ব্যবহার করতে দেন।

৬. **আচরণে অনুমিত অংশীদার (Self-styled partner by holding-out):** যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যবসায়ের অংশীদার না হয়েও কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে ঐ ব্যবসায়ের অনুমতি সাপেক্ষে অংশীদার বলে নিজেকে দাবি করেন, কিংবা একজন অংশীদারের মতই চাল-চলন, হাবভাব বা আচরণ দেখিয়ে তৃতীয় কোনো পক্ষের সাথে অংশীদারি ব্যবসায়ের পক্ষ হতে চুক্তি সম্পাদন করেন, তবে তাকে আচরণে অনুমতি অংশীদার বলা হবে।

৭. **সীমাবদ্ধ অংশীদার (Limited partner):** কোনো অংশীদার ব্যবসায়ে যে পরিমান মূলধন সরবরাহ করে তার দায়ও যদি সে পরিমাণ মূলধন দ্বারাই সীমিত থাকে এবং এ অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনার দায়িত্ব বহন না করে থাকে তবে উক্ত অংশীদারকে সীমাবদ্ধ অংশীদার বলা হয়।

৮. **বৈতনিক বা বেতনভোগী অংশীদার (Salaried partner):** বেতনভোগী অংশীদার হচ্ছে সে ধরনের অংশীদার যাকে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য মুনাফার অংশ ছাড়াও নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত অর্থ বেতন হিসেবে প্রদান করা হয়।

৯. **মুনাফাভোগী অংশীদার (Profit-earning partner):** এ ধরনের অংশীদারগণ শুধু ব্যবসায়ের মুনাফার অংশ ভোগ করেন কিন্তু কোনো লোকসান বহন করেন না। অবশ্য তারা তৃতীয় পক্ষের নিকট ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী থাকেন।

১০. **কর্মী অংশীদার (Working partner):** কোনো ব্যক্তি যখন ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ না করেও কেবল নিজস্ব শ্রম ও দক্ষতার জন্য অংশীদার হিসেবে ব্যবসায়ে যোগদান করেন এবং মুনাফার অংশ ভোগ করেন, তখন তাকে কর্মী অংশীদার বলে।

১১. **অবসরপ্রাপ্ত অংশীদার (Retired partner):** ব্যবসায় থেকে অবসর গ্রহণের পরও যে অংশীদার তার নাম ঐ ব্যবসায়ের কাজে ব্যবহার করে তাকে অবসরপ্রাপ্ত অংশীদার বলে।

১২. **নাবালক অংশীদার (Minor partner):** অংশীদারি আইনের ৩০(১) ধারা অনুযায়ী কোনো নাবালক অংশীদার হতে পারে না। কারণ নাবালকের চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা নেই। তবে সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে কোনো মৃত অংশীদারের নাবালক সন্তানকে ব্যবসায়ের মুনাফার অংশ প্রদান করা যায়। নাবালকের অধিকার ও দায় অন্যান্য অংশীদারের মতো একই রকম থাকেনা। উল্লেখ্য, নাবালকত্ব শেষ হওয়ার পর সে যখন সাবালক হবে তখন তাকে সাবলকত্ব প্রাপ্তির ৬ মাসের মধ্যে অন্যান্য অংশীদারদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয়। তখন সে পূর্ণ অংশীদার হিসেবে গণ্য হবে। সাবালক হওয়ার পর নাবালক নিয়মানুযায়ী চুক্তির মাধ্যমে অংশীদার না হয়ে যদি আচরণের মাধ্যমে অংশীদার বলে নিজের পরিচয় দেয়, তাহলে তার কার্যের জন্য সে আইনগতভাবে দায়ী হবে।

কে অংশীদার হতে পাওে বা অংশীদার হবার যোগ্যতা

১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুসারে যে কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিই অংশীদার হতে পারেন। তবে শর্ত হলো যে, তিনি পাগল বা দেউলিয়া হতে পারবেন না আবার প্রচলিত রীতি অনুসারে কোনো সরকারি চাকরিতে কিংবা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিও অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদার হতে পারেন না।

অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠন

Formation of partnership business

সুস্থ মস্তিষ্ক এবং পরিণত বয়সের কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে মূলধন একত্রিত করে অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করতে হলে নিম্নবর্ণিত ধাপগুলো অতিক্রম করতে হবে:

১. দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সম্মিলন;
২. চুক্তি সম্পাদন;
৩. চুক্তি রেজিস্ট্রিকরণ;
৪. ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ;
৫. অন্যান্য সরকারি দপ্তরের অনুমতি;
৬. কার্যারম্ভ।

১. **দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সম্মিলন (Union of two or more persons):** অংশীদারি ব্যবসায় গঠনের জন্য ২ হতে ২০ জন (ব্যাংকিং ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ ১০ জন) লোক স্বেচ্ছায় লাভ-লোকসান বণ্টনের মাধ্যমে বৈধ ব্যবসায় পরিচালনার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম মিলিত হয়ে থাকে। এভাবেই একটি অংশীদারি ব্যবসায়ের সূত্রপাত হয়।

২. **চুক্তি সম্পাদন (Making contract):** অংশীদারদের পারস্পরিক অধিকার, মূলধন সরবরাহের পরিমাণ, লাভ-লোকসান বণ্টনের হার ইত্যাদি আলোচনার মাধ্যমে স্থির করার নামই চুক্তি সম্পাদন। চুক্তি ছাড়া অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হতে পারে না। চুক্তি লিখিত বা মৌখিক উভয়ই হতে পারে।

৩. **চুক্তি রেজিস্ট্রিকরণ বা নিবন্ধন (Registration of contract):** চুক্তি লিখিত হলে তা দেশের আইনের বিধান অনুযায়ী রেজেস্ট্রি-করানো যায়। নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় ফিসহ সংশ্লিষ্ট নিবন্ধকের অফিস এ ব্যাপারে আবেদন করতে হয় এবং তিনি সন্তুষ্ট হলে ব্যবসায়টি নিবন্ধন করে নেন। তবে অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক নয়।

৪. **ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ (Collecting trade license):** এ পর্যায়ে ব্যবসায় শুরু করার নিমিত্তে পৌরসভা হতে একটি ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী ঠিকানা ও নির্দিষ্ঠ ফিসহ আবেদন করলে পৌরসভা কতিপয় কার্য সমাপনান্তে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করে থাকে।

৫. **অন্যান্য সরকারি দপ্তরের অনুমতি (Permission of other government officers):** ব্যবসায়ের প্রকৃতি অনুসারে প্রয়োজনমত সরকারের অন্যান্য দপ্তরির অনুমতি সংগ্রহ করতে হয়। যেমন-আমদানি কিংবা রপ্তানি ব্যবসায়ের জন্য আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের অফিস হতে লাইসেন্স প্রয়োজন হয়।

৬. **কার্যারম্ভ (Commencement of business):** ওপরে আলোচিত কার্যাবলি সমাপনান্তে অংশীদারগণ প্রকৃত ব্যবসায়ী কার্য শুরু করেন। অর্থাৎ উৎপাদন, ক্রয়বিক্রয় বা সেবাদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের প্রচেষ্টা এ পর্যায়ে বাস্তবে শুরু করা হয়।

সারসংক্ষেপ

দুই বা ততোধিক ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে চুক্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে অংশীদারি ব্যবসায়। ব্যবসায়ের প্রকৃতি, চুক্তির শর্ত ও অংশীদারদের দায়দায়িত্বের ভিত্তিতে অংশীদারি ব্যবসায়কে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যথা- সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায় এবং সীমিত অংশীদারি ব্যবসায়। সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়কে আবার দু ভাগে ভাগ করা যায়- ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায় ও বিশেষ অংশীদারি ব্যবসায়। ঠিক তেমনি অংশীদারকেও ১২ ভাগে ভাগ করা যায়। সুস্থ মস্তিষ্ক এবং পরিণত বয়সের কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে মূলধন একত্রিত করে অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করতে হলে ছয়টি ধাপ পেরোতে হয়।

পাঠ ৫.৪ অংশীদারি ব্যবসায়: চুক্তিপত্র ও নিবন্ধন
Partnership Business: Contract and Registration

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তি কী তা বলতে পারবেন।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তি লিখিত হবার সুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তির বিষয়বস্তুগুলো লিখতে পারবেন।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন ও নিবন্ধনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হয়ে থাকে। চুক্তি লিখিত বা অলিখিত হতে পারে। লিখিত চুক্তিকেই চুক্তিপত্র বলে। মানুষ জন্মগতভাবে সীমিত স্মরণশক্তি বিশিষ্ট প্রাণি। তদুপরি অংশীদারি ব্যবসায়ের জন্মলগ্নে প্রত্যেক অংশীদারিই চূড়ান্ত পারস্পরিক সদ্বিশ্বাস নিয়ে ব্যবসায় শুরু করে থাকেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নিজেদের মধ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য দেখা দিতে পারে। এমনকি অনুরূপ মনোমালিন্য শেষাবধি বিরোধ বা শত্রুতার পর্যায়ে গিয়েও দাঁড়াতে পারে। ভবিষ্যতে স্মৃতিভ্রমের দরুন কিংবা বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার দরুন যদি মৌখিকভাবে সম্পাদিত কোনো ধারা নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয় তবে তা নিষ্পত্তির কোনো উপায় থাকবে না। তদুপরি কোনো অংশীদারের মৃত্যু হলে বা কেউ পাগল হয়ে গেলে তার উত্তরাধিকারীগণ এ কারবারের মালিকানা পাবেন। এরূপ অবস্থায় ভবিষ্যতে সৃষ্ট যে কোনোরূপ পরিস্থিতির সহজ, মঙ্গলজনক ও সুষ্ঠু সমাধানের নিমিত্ত পূর্বাহ্নেই চুক্তি লিখিত অবস্থায় সকল পক্ষের স্বাক্ষরযুক্ত হওয়া বাঞ্চনীয়। তদুপরি অনুরূপ চুক্তিপত্র নিবন্ধিত হলে প্রয়োজনে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ইউনিটে আমরা চুক্তিপত্র ও চুক্তিপত্রের নিবন্ধন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।

অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্র কী
What is partnership deed

অংশীদারগণ নিজেদের মধ্যে ব্যবসায়ের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, মূলধনের পরিমাণ, মূলধন যোগানের হার, কাজকর্মের কার্যপদ্ধতি, লাভ-লোকসান বণ্টন এবং পারস্পরিক স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করে যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনিত হয় তাকে অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তি বলে। আর অংশীদারগণ কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তির লিখিত রূপকেই চুক্তিপত্র বা চুক্তিনামা বলে। হ্যানসন (Hanson) এর মতে, **অংশীদারি চুক্তিপত্র হলো ব্যবসায়ে অংশীদারদের অবস্থা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে প্রণীত একটি দলিল**।

চুক্তিই অংশীদারি ব্যবসায়ের মূলভিত্তি বা সংবিধান। চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারগণ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় চুক্তি অনুসারেই ব্যবসায় পরিচালনা করে এবং চুক্তি অনুসারেই এর বিলোপসাধন করে। চুক্তি ছাড়া অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হতে পারেনা।

অংশীদারি চুক্তি মৌখিক বা লিখিত হতে পারে। তবে অনাগত ভবিষ্যত ঝগড়া-বিবাদ ও ভুল বোঝাবোঝি নিরসনের লক্ষ্যে চুক্তি লিখিত হওয়াই উত্তম। মৌখিক চুক্তি আইনের দৃষ্টিতে ও গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়া মৌখিক চুক্তির বিষয়বস্তু দীর্ঘদিন সঠিকভাবে মনে রাখাও কষ্টকর।

অংশীদারি চুক্তিপত্র নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত যে কোনো প্রকারেই হতে পারে। লিখিত চুক্তিপত্র ছাড়াও অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হতে পারে, কিন্তু চুক্তি ছাড়া অংশীদারি ব্যবসায় কখনো প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

চুক্তি লিখিত হবার সুবিধা এবং চুক্তিপত্রের নমুনা

Merits of written contract and specimen of a deed

চুক্তি লিখিত হলে নিম্নলিখিত সুবিধাবলি অর্জন করা সম্ভব:

১. ভুল বোঝাবোঝির অবসান হয়
২. আইনগত মর্যাদা লাভ করে
৩. চুক্তি নিবন্ধন করা সম্ভব
৪. স্থায়ী দলিল হিসেবে কাজ করে
৫. ব্যবসায় পরিচালনায় তা নির্দেশিকার কাজ করে
৬. চুক্তির বিষয়বস্তু স্মরণ রাখার সমস্যা দূর হয়
৭. লিখিত চুক্তি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়
৮. ভুল ব্যাখ্যা বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কার্য হাসিলের সুযোগ থাকে না।

অংশীদারি চুক্তিপত্রের নমুনা

অদ্য ৩১ আগস্ট ২০০২, রোজ শনিবার সকাল ১১টায় নিম্নলিখিত পক্ষসমূহের মধ্যে মেসার্স অনন্তী ট্রেডিং নামে অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অংশীদারি চুক্তিপত্রটি প্রস্তুত ও স্বাক্ষরিত হলো। এ চুক্তিপত্রের অর্ন্তভুক্ত সকলেই সাবালক ও চুক্তি সম্পাদনে যোগ্য। প্রত্যেকেই জন্মসূত্রে বাংলাদেশী।

মেসার্স অনন্তী ট্রেডিং- এর অংশীদারি চুক্তিপত্র

প্রথম পক্ষ	তৃতীয় পক্ষ	দ্বিতীয় পক্ষ
রুমানা ইসলাম	আশরাফুল আলম	মোকাররম হোসেন
পিতা: ফখরুল ইসলাম	পিতা: মো: আলমগীর হোসেন	পিতা: আনোয়ার হোসেন
মাতা: লায়লা খাতুন	মাতা: সাজেদা আক্তার	মাতা: আঞ্জুমান আরা বেগম
৮০/১, মধ্য পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা	প্লট নং-৫৬, মিরপুর-১৩, ঢাকা।	১০, সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা

চুক্তিপত্রের বিষয় ও শর্তাবলি

১. **ব্যবসায়ের নাম:** মেসার্স অনন্তী ট্রেডিং।
২. **ব্যবসায়ের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য:** ব্যবসায়টি বিভিন্ন প্রকার প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন ও সরবরাহকারী হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে অংশীদারি পক্ষসমূহের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে অন্য যে কোন আইনসম্মত ব্যবসায় চালাতে পারবে।
৩. **ব্যবসায়ের প্রধান ও শাখা কার্যালয়:** ব্যবসায়ের প্রধান কার্যালয় বর্তমানে ৮০/১, মধ্য পাইকপাড়া, ঢাকা এ ঠিকানায় অবস্থিত হবে এবং সকল পক্ষের সম্মতিক্রমে অন্য যে কোন স্থানে স্থানান্তরিত করা যাবে। ব্যবসায়ের স্বার্থে প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক শাখা কার্যালয়ও যে কোন স্থানে খোলা যাবে।
৪. **ব্যবসায়ী কার্যকলাপ শুরু:** এ চুক্তিপত্র সম্পাদনের দিন হতেই অথার্ৎ অদ্য ৩১ আগস্ট, ২০০২ তারিখ হতেই ব্যবসায়ী কার্যকলাপ শুরু হলে বলে গণ্য হবে।
৫. **মূলধনের পরিমাণ ও সংস্থান:** বর্তমান এ ব্যবসায়ের মোট মূলধনের পরিমান ৫০০০০০ (পাচঁ লক্ষ) টাকা। সকল পক্ষই সমহারে এ মুলধনের সংস্থান করবে। ভবিষ্যতে অতিরিক্ত আরও মুলধনের প্রয়োজন হলে তাও সমহারেই সকল পক্ষ যোগান দিবে।
৬. **লাভ-লোকসান বন্টন:** সব অংশীদার প্রদত্ত মূলধন অনুপাতে লাভক্ষতি ভোগ করবে।
৭. **ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা:** ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সকল অংশীদারের ওপর ন্যস্ত থাকবে। তবে প্রথম পক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করবে।
৮. **বেতন:** ব্যবসায় পরিচালনার জন্য কোন পক্ষই প্রতিষ্ঠান হতে কোনো বেতন বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করবেন না।
৯. **মূলধনের ওপর সুদ:** অংশীদারগণ এ ব্যবসায় নিয়োজিত মূলধনের ওপর কোন সুদ পাবেনা।

১০. **অর্থ উত্তোলন:** প্রতি পক্ষই ব্যবসায় থেকে মুনাফর অংশ হিসেবে মাসিক ২০০০ টাকা করে উত্তোলন করতে পারবেন।

১১. **অগ্রিম টাকার ওপর সুদ:** অংশীদারগণ প্রয়োজন ব্যবসায় থেকে অনধিক ১০০০০ টাকা পর্যন্ত অগ্রিম হিসেবে উত্তোলন করতে পারবেন এবং এক্ষেত্রে শতকরা ১০ টাকা হারে সুদ ধার্য হবে।

১২. **দলিল ও কাগজপত্রে স্বাক্ষর:** ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে প্রথম পক্ষ প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কাগজ, দলিলপত্র প্রভৃতিতে স্বাক্ষর করবেন।

১৩. **হিসাবরক্ষণ:** নিয়মিত ও নির্ভুলভাবে সমুদয় হিসাব সংক্রান্ত বই সংরক্ষণ করা হবে। চুক্তিতে আবদ্ধ কোনো পক্ষ বা তাদের অনুমোদিত যে কোনো প্রতিনিধি যাতে যে কোনো সময় তা পরীক্ষা করতে পারেন তার পুরোপুরি সুযোগ থাকবে এবং ইচ্ছে করলে যে কোনো পক্ষ নিজ ব্যয়ে এর অনুলিপি গ্রহণ করতে পারবেন।

১৪. **ব্যাংকারের নাম:** সোনালী ব্যাংক, কল্যাণপুর শাখা, প্রতিষ্ঠানের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করবে।

১৫. **ব্যাংক হিসাব পরিচালনা:** ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্য যে কোনো অংশীদারের স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে। উভয়ের যৌথ স্বাক্ষরের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে টাকা তোলা যাবে।

১৬. **হিসাব বছর:** ১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কে প্রতিষ্ঠানের হিসাব বছর ধরা হবে।

১৭. **লাভ-লোকসান হিসাব ও উদ্বৃতপত্র:** প্রত্যেক হিসাব বর্ষ শেষে প্রতিষ্ঠানের সারা বছরের হিসাব-নিকাশ হবে। সে সময়ে প্রতিষ্ঠানের ক্রয়বিক্রয় হিসাব, লাভ-লোকসান হিসাব এবং উদ্বৃত্তপত্র তৈরি করে উপযুক্ত হিসাব নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করানো হবে।

১৮. **নতুন অংশীদার গ্রহণ:** ব্যবসায়ের স্বার্থে প্রয়োজনবোধে সকলপক্ষের সম্মতিক্রমে নতুন অংশীদার গ্রহণ করা যাবে। তবে নতুন অংশীদার গ্রহণের শর্তাবলি সকল অংশীদার আলোচনার মাধ্যমে স্থির করবেন।

১৯. **অংশীদারের অবসর গ্রহণ:** কোনো অংশীদার ব্যবসায় হতে অবসর গ্রহণ করতে চাইলে তা সকল পক্ষের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে হবে। এক্ষেত্রে অবসর গ্রহণকারী অংশীদারকে অবসর গ্রহণের অন্তত পক্ষে তিনমাস পূর্বে অপর অংশীদারদের লিখিত বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জানাতে হবে।

২০. **অংশীদারের মৃত্যু:** কোনো অংশীদারের মৃত্যু হলে অপর দুই অংশীদার যারা জীবিত থাকবেন তারা প্রকাশকৃত চুক্তির মাধ্যমে মৃতের উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধির সাথে ব্যবসায় চালিয়ে যেতে পারবেন।

২১. **সালিশি ব্যবস্থা:** চুক্তির অন্তর্ভূক্ত কোনো শর্ত বা ধারা নিয়ে অথবা যে কোনো বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে তা সালিশি ব্যবস্থার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে।

২২. **সুনামের মূল্যায়ন:** ব্যবসায় সুনাম সংশ্লিষ্ট ফার্ম বা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দায়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

২৩. **বিলোপসাধন:** কোনো সময় বিলোপসাধনের প্রয়োজন দেখা দিলে তা অংশীদারি আইনের বিধান অনুযায়ী করতে হবে।

২৪. **আইনের বিধি পালন:** চুক্তিপত্রে উল্লিখিত বিষয়াদি ব্যতীত অন্য যে কোনো বিষয় অংশীদারি আইনের বিধান অনুযায়ী কার্যকর করতে হবে।

২৫. **চুক্তিপত্রের শর্তের পরিবর্তন:** ব্যবসায়ের স্বার্থে অংশীদারি চুক্তিপত্রের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ বা ধারাসমূহের কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে হলে তা সকল পক্ষের সম্মতিক্রমে করা যাবে।

আমরা অত্র চুক্তিপত্রে উল্লিখিত শর্তাবলি পাঠ করে ও মেনে নিয়ে স্বজ্ঞানে ও সুস্থ মস্তিষ্কে নিম্নোক্ত সাক্ষীত্রয়ের সামনে অদ্য ১ জানুয়ারি ২০২০ ইং তারিখ শনিবার বেলা ১১ টায় স্বাক্ষর করলাম।

স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর

১. মোঃ মেসবাহউদ্দিন
পুলিশ ক্লাব, ময়মনসিংহ

২. কাজী নজরুল ইসলাম
সিদ্দিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নারায়নগঞ্জ

৩. মসিউর রহমান সাকিল
কালকিনি, মাদারীপুর

অংশীদারগণের স্বাক্ষর

১. রুমানা ইসলাম

২. মোকররম হোসেন

৩. আশরাফুল আলম

অংশীদারি চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু
Contents of partnership deed

- **অংশীদারি চুক্তিপত্রে কী কী বিষয় উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়**
- **ভবিষ্যতে ঝগড়া এবং মামলা মোকাদ্দমা এড়াতে হলে বা বিবাদ থেকে বিরত থাকতে হলে কী কী বিষয় চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত**

অংশীদারি ব্যবসায়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল হচ্ছে এর চুক্তিপত্র। অংশীদারগণ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই এর বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে থাকে। তবে চুক্তিপত্রের ধারাগুলো সংযোজনের সময় অংশীদারগণকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হয়। কারণ কোনো প্রয়োজনীয় ধারা চুক্তিপত্রের অন্তর্ভুক্ত করা না হলে পরবর্তী সময়ে বিষয়টি আইনগত মর্যাদা হারায়। অংশীদারগণের মধ্যে ভবিষ্যতে ঝগড়াবিবাদ, মতভেদ কিংবা মামলা-মোকদ্দমা এড়াবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবশ্যই অংশীদারি চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত:

১. অংশীদারি ব্যবসায়ের নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য ও আওতা;
২. ব্যবসায়ের প্রধান অফিস ও ব্যবসায় এলাকা;
৩. ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব;
৪. সদস্য সংখ্যা, তাদের নাম, ঠিকানা, পেশা;
৫. ব্যবসায়ের পরিচালনা , ব্যবস্থাপনা ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি;
৬. ব্যবসায়ের মোট মূলধনের পরিমাণ এবং অংশীদারগণ কে কত পরিমাণ মূলধন কী পদ্ধতিতে পরিশোধ করবেন;
৭. অতিরিক্ত মূলধন সরবরাহের ওপর কোনো সুদ দিতে হবে কিনা এবং দিতে হলে তা কী হারে;
৮. ব্যবসায় থেকে মুলধন ওঠানো যাবে কিনা এবং গেলে সর্বোচ্চ কী পরিমাণ, মূলধন উঠিয়ে নিলে তার ওপর কোনো সুদ আদায় করা হবে কিনা এবং হলে কী হারে;
৯. কোন ব্যাংকে কী ধরনে হিসাব পরিচালনা করা হবে এবং কে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবেন;
১০. ব্যাংক থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোনো ঋণ নিতে পারবেন কিনা এবং ব্যবসায়ের প্রয়োজন অংশীদারগণ ঋণ সরবরাহ করলে কী হারে সুদ দেওয়া হবে;
১১. ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান অংশীদারগণের মধ্যে কী হারে বণ্টন করা হবে;
১২. ব্যবসায় যিনি বা যারা পরিচালনা করবেন তিনি বা তারা কোনো পারিশ্রমিক পাবেন কিনা এবং পেলে তা কী হারে;
১৩. অংশীদারগণের অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য, নতুন অংশীদার গ্রহণ ও বহিষ্কার পদ্ধতি;
১৪. কোনো অংশীদার মারা গেলে বা অবসর নিলে তার পাওনা পরিশোধ পদ্ধতি;
১৫. ব্যবসায়ের আর্থিক বছর কোন তারিখ হতে শুরু করা হবে;
১৬. চুক্তিপত্রের কোনো পরিবর্তন করতে হলে কীভাবে করা হবে;
১৭. কোনো বিষয়ে অংশীদারগণের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে তা মেটাবার উপায়;
১৮. ব্যবসায়ের পক্ষে কোন কোন সদস্য দলিল পত্রাদিতে স্বাক্ষর করতে পারবেন;
১৯. ব্যবসায়ের বিলোপসাধনের পদ্ধতি;
২০. ব্যবসায় বিলোপকালে সম্পত্তির মূল্যায়ন পদ্ধতি ও বণ্টনের ব্যবস্থা।

ওপরে আলোচিত বিষয়গুলো ছাড়াও অংশীদারগণ তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোনো আইনসম্মত বিষয় অংশীদারি চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন। প্রয়োজন হলে অংশীদারগণের অনুমতিক্রমে চুক্তিপত্রের কোনো ধারা বা বিষয়বস্তুর পরিবর্তন কিংবা সংযোজন বিয়োজন করতে পারবেন।

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন

Registration of partnership business

সরকার নিযুক্ত নিবন্ধকের দপ্তরে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কোনো অংশীদারি ব্যবাসয়ের চুক্তিপত্রটি নিবন্ধন করানোকেই অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলা হয়। অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধনকে অন্য কথায় অংশীদারি চুক্তিপত্রের নিবন্ধনও বলা হয়। বাংলাদেশে অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে ব্যবসায়টি নিবন্ধন করা হলে অংশীদারদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিটি একটি আইনসম্মত দলিল হিসেবে গণ্য হয়। এ কারণে অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন করাই উত্তম। যদিও আইনের চোখে অংশীদারি ব্যবসায়ের পৃথক কোনো ব্যক্তিসত্তা নেই, তথাপি এ ধরনের ব্যবসায়ের অস্তিত্বের কথা আইন স্বীকৃত। ব্যবসায়টি নিবন্ধিত করার ফলে অংশীদারগণের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিটি আইনগত মর্যাদা লাভ করে। ফলে ভবিষ্যতে অংশীদারগণের মধ্যে কোনোরূপ মতবিরোধ দেখা দিলে এ চুক্তিপত্রটি নিয়ে আদালতে হাজির হওয়া যায়। চুক্তিপত্র নিবন্ধিত না হলে আদালতে তা কোনো অবস্থাতেই গৃহীত হয় না।

সর্বোপরি একটি অনিবন্ধিত ব্যবসায়ের চেয়ে একটি নিবন্ধিত ব্যবসায়কে সংশ্লিষ্ট সকলেই অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। এতগুলো সুবিধা ভোগ করার জন্য অংশীদারি ব্যবসায়কে নিবন্ধিত করা একান্ত প্রয়োজন।

অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন না করার ফলাফল বা পরিণাম

অংশীদারি ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণকারী আইন, অর্থাৎ ১৯৩২ সালের ভারতীয় অংশীদারি আইন মোতাবেক অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়নি। তবে আইনের বিধানগুলো এমনভাবে রচিত হয়েছে যেন অংশীদারগণ নিজেদের স্বার্থেই ব্যবসায় নিবন্ধন করেন। কারণ নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় অনিবন্ধিত ব্যবসায়ের তুলনায় অনেক বেশি আইনগত সমর্থন ও সুবিধা ভোগ করে থাকে। নিম্নে অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধত না করার ফলাফল বর্ণনা করা হলো:

১. **অংশীদারি অধিকার বলবৎ করার জন্য মামলা:** অংশীদারি চুক্তিজনিত কোনো অধিকার বলবৎ করার জন্য একজন অংশীদার অন্য অংশীদারের বা ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে না [৬৯(১) ধারা]।
২. **অধিকার আদায়ে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা:** অংশীদারি ফার্ম বা এর কোনো অংশীদার তৃতীয় কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে চুক্তিজনিত কোনো অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে মামলা দায়ের করতে পারে না [৬৯(২) ধারা]।
৩. **দাবি আদায়ে পাল্টা মামলা:** তৃতীয় পক্ষ এ ধরনের অংশীদারি ব্যবসায়ের বা কোনো অংশীদারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে পাওনা আদায় করতে পারে। কিন্তু পাওনার ব্যাপারে অনিবন্ধিত অংশীদারি প্রতিষ্ঠান বা অংশীদারদের কেউ পাল্টা মামলা দায়ের করতে পারবে না [৬৯(৩) ধারা]।
৪. **১০০ টাকার অধিক পাওনা আদায়:** অনিবন্ধিত অংশীদারি ফার্ম তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে ১০০ টাকার বেশি অংকের পাওনা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করতে পারেনা [৬৯(৪) ধারা]।

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন পদ্ধতি

Procedures of registration of partnership business

বাংলাদেশে কার্যকর ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৫৮(১) ধারায় অংশীদারি ব্যবসয়ের নিবন্ধন পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। এ আইনের ৫৮ ধারায় নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র পেশ এবং ৫৯ ধারায় নিবন্ধন সম্পর্কিত বিধান রয়েছে। আইন অনুসারে সকল অংশীদারের মধ্যে সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত শর্তাবলি লিখিতভাবে নিবন্ধন করাতে হয়। এজন্য নির্ধারিত ফি সহ সরকার নিযুক্ত নিবন্ধকের দপ্তরে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হয়। ফরমে যেসব তথ্য পরিবেশন করতে বলা হয় তা যথাযথভাবে পূরণ সাপেক্ষে সকল অংশীদারকে তারিখসহ এতে স্বাক্ষর প্রদান করতে হয়। নির্ধারিত ফরমে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে তথ্য জানতে চাওয়া হয়:

১. অংশীদারি ফার্ম বা প্রতিষ্ঠানের নাম
২. ব্যবসায়ের প্রধান কর্মস্থলের ঠিকানা
৩. অন্যত্র ব্যবসায়ের শাখা অফিস থাকলে তার ঠিকানা
৪. ব্যবসায়ের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য
৫. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার তারিখ

৬. অংশীদারগণের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও পেশা
৭. প্রত্যেক অংশীদারের ব্যবসায়ে যোগদানের তারিখ
৮. ব্যবসায়ের মেয়াদ বা কার্যকাল।

আবেদনপত্র বিবেচনা করে নিবন্ধক যদি সন্তুষ্ট হন তবে তিনি অংশীদারি ব্যবসায়টিকে নিবন্ধন করে নেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের তা পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দেন। ভবিষ্যতে চুক্তিপত্রে কোনো ধারা পরিবর্তন, সংযোজন বা রহিত করা হলে তাৎক্ষণিক ভিত্তিতে নিবন্ধককে তা জানাতে হবে। অন্যথায় নতুন পরিবর্তনটি আইনগত মর্যাদা পাবে না। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধনের জন্য রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এন্ড পার্টনারশিপস এর অফিসে আবেদন করতে হয়।

সারসংক্ষেপ

চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হয়ে থাকে। অংশীদারগণ নিজেদের মধ্যে ব্যবসায়ের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, মূলধনের পরিমাণ, মূলধন যোগানের হার, কাজকর্মের কার্যপদ্ধতি, লাভ-লোকসান বণ্টন এবং পারস্পরিক স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করে যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাকে অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তি বলে। আর অংশীদারগণ কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তির লিখিত রূপকেই চুক্তিপত্র বা চুক্তিনামা বলে। অংশীদারি চুক্তি মৌখিক বা লিখিত হতে পারে। তবে অনাগত ভবিষ্যতে ঝগড়া-বিবাদ ও ভুল বোঝাবোঝি নিরসনের লক্ষ্যে চুক্তি লিখিত হওয়াই উত্তম। অংশীদারগণ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই এর বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে থাকে। তবে চুক্তিপত্রের ধারাগুলো সংযোজনের সময় অংশীদারগণকে অত্যন্ত সর্তক হতে হয়। চুক্তিপত্র নিবন্ধিত হওয়াই ভালো। সরকার নিযুক্ত নিবন্ধকের দপ্তরে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কোনো অংশীদারি ব্যবাসয়ের চুক্তিপত্রটি নিবন্ধন করানোকেই অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলা হয়।

পাঠ ৫.৫ অংশীদারের দায় এবং ব্যবসায়ের বিলোপসাধন
Liabilities of Partners and Dissolution of Business

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- অংশীদারের দায়গুলো কী বলতে পারবেন।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন কী বলতে পারবেন।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ অংশীদার ব্যতীত সকলেই ব্যবসায় পরিচালনার অধিকারী। ব্যবসায়ের সকল হিসাবপত্র দেখার ও পরীক্ষা করার অধিকারও সকল অংশীদারের আছে। কিন্তু সকল অংশীদারের দায় সমান নাও হতে পারে। আমরা পাঠ ৫.৩ -এ দেখেছি অংশীদার বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। সুতরাং অংশীদারের দায়ও ভিন্ন রকম হতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় যেহেতু চুক্তিপত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে সেহেতু এর দায় যেমন লিপিবদ্ধ থাকে তেমনি এর বিলোপসাধন করতে হলে চুক্তিপত্র অনুযায়ীই করতে হয়। এ পাঠে আমরা অংশীদারের দায় এবং ব্যবসায়ের বিলোপসাধন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করবো।

অংশীদারদের দায়সমূহ
Liabilities of partners

অংশীদারদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সম্পাদিত চুক্তির দ্বারাই অংশীদারদের দায়দায়িত্ব নির্ধারিত হয়। অবশ্য চুক্তিপত্রে এসব বর্ণিত না থাকলে অংশীদারি আইন দ্বারা সেসব বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয়। নিম্নে অংশীদারদের দায়সমূহ উল্লেখ করা হলো:

১. **কার্যের জন্য দায়ী:** সকল অংশীদার যৌথভাবে বা এককভাবে ব্যবসায়ের কাজকর্মের জন্য দায়ী থাকে।
২. **লোকসান বহন:** অংশীদারগণ চুক্তি মোতাবেক লোকসানের অংশ গ্রহণের জন্য দায়ী থাকে।
৩. **অবসর গ্রহণে:** ব্যবসায় হতে অবসর গ্রহণ করলেও অংশীদার থাকাকালীন দায়দায়িত্বের জন্য তারা দায়ী থাকে।
৪. **নাবালককালীন ঘটনা:** সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর অংশীদার হিসেবে যোগদান করলে নাবালক থাকাকালীন ঘটনার জন্য অংশীদারগণ দায়ী থাকে।
৫. **অপরাধ:** ব্যবসায় চালাতে গিয়ে কেউ কোনো অপরাধ করলে সেজন্য অংশীদারগণ দায়ী থাকে।
৬. **চুক্তি সম্পাদন:** কোনো সদস্য ব্যবসায়ের পক্ষে চুক্তি সম্পাদন করলে সকলেই সেজন্য দায়ী থাকে।
৭. **অবৈধ ব্যবসায়:** কোনো সদস্য ব্যবসায়ের পক্ষ হতে অবৈধ ব্যবসায়ে জড়িত হলে সেজন্য সকলেই দায়ী থাকে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের নাবালক অংশীদারের দায়:

১. অংশীদারি ব্যবসায়ের দায়-দায়িত্বের জন্য কোনো অংশীদারিত্বের সুবিধাভোগী নাবালক ব্যক্তিগত পর্যায়ে দায়ী হয় না। ব্যবসায়ের দেনার জন্য সে শুধুমাত্র ব্যবসায় হতে প্রাপ্ত তার মুনাফার অংশ ও সরবরাহকৃত মূলধনের অংশের পরিমাণ পর্যন্ত দায়বদ্ধ। এজন্য কোনো অবস্থাতেই নাবালকের ব্যক্তিগত অন্যান্য সম্পত্তিকে দায়ী করা যাবেনা।
২. সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর যদি সে উক্ত ব্যবসায়ে একজন অংশীদার হিসেবে যোগদান করে তবে যে তারিখ হতে সে উক্ত ব্যবসায়ের সুবিধা ভোগ করেছে সেদিন হতে যাবতীয় ঋণের জন্য দায়ী হবে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন

Dissolution of partnership business

সহজ অর্থে অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন বলতে ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া এবং ব্যবসায়ের সমুদয় বিষয়-সম্পত্তি ও দায়-দেনার সার্বিক নিষ্পত্তি করাকে বোঝায়। বিস্তৃত অর্থে সকল অংশীদারের মধ্যকার অংশীদারি সম্পর্কের বিলুপ্তিকে অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন বলে।

বাংলাদেশে কার্যকর ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৩৯ ধারায় বলা হয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠানের সকল অংশীদারদের মধ্যকার অংশীদারি সম্পর্কে পরিসমাপ্তিকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধন বলা হয়। কোনো অংশীদার যদি অন্যান্য সকল অংশীদারদের সাথে অংশীদারি সম্পর্ক ছেদ করে তবে সেক্ষেত্রে অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন হয়েছে একথা বলা যাবে না। এক্ষেত্রে উক্ত অংশীদারের অংশীদারি সম্পর্কের অবসান ঘটেছে বলা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে অন্যান্য অংশীদারগণ পারস্পরিক নতুন সম্পর্কের মাধ্যমে অংশীদারি ব্যবসায় কার্যকর রাখতে পারে। ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন করার জন্য অংশীদারি সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠান উভয়েরই বিলোপসাধন করতে হয়।

সুতরাং অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন বলতে অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদারি সম্পর্কে অবসান, প্রতিষ্ঠানের সকল স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পত্তি ও দেনা পাওনার নিষ্পত্তি এবং অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধনকেই বোঝায়।

অংশীদারির বা অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন পদ্ধতি

Methods of dissolution of partnership or partnership business

অংশীদারগণের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ ব্যবসায়িক সম্পর্কের অবসানকেই অংশীদারির বিলোপসাধন বলে। অংশীদারি আইন ১৯৩২ অনুসারে নিম্নলিখিত উপায়ে বা পদ্ধতিতে অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন ঘটতে পারে।

১. **সম্মতির ভিত্তিতে বিলোপসাধন:** অংশীদারি ব্যবসায়ের সকল সদস্য সর্বসম্মতি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ব্যবসায়ের বিলোপসাধন করতে পারে (ধারা-৪০)।

২. **বাধ্যতামুলক বিলোপসাধন:** নিম্নবর্ণিত তিনটি কারণ অংশীদারি ব্যবসায় বাধ্যতামূলকভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে (ধারা-৪১)।

   ক. ব্যবসায়ের সকল সদস্য কিংবা একজন ছাড়া বাকি সব সদস্য দেউলিয়া হয়ে পড়লে।

   খ. ব্যবসায় অবৈধ হয়ে গেলে।

   গ. রাষ্ট্রীয় ভাবে আইন করে কোনো বিশেষ ধরনের ব্যবসায় বন্ধ করে দেওয়া হলে।

৩. **মেয়দান্তে বিলোপসাধন:** কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো অংশীদারি ব্যবসায় গড়ে ওঠলে ঐ সময়ের পর এর বিলোপ সাধিত হবে। যেমন- ঈদ পর্যন্ত ব্যবসায়ের জন্য কোনো ব্যবসায় গঠিত হলে ঈদের পরে তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে (ধারা-৪২-এ)।

৪. **কাজ সমাপনান্তে বিলোপসাধন:** কোনো নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কোনো অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হলে এবং ঐ কার্য সমাপ্ত হয়ে গেলে ব্যবসায়ের বিলুপ্তি ঘটবে। যেমন- কলেজ হোস্টেল নির্মাণের জন্য যদি দুজন ঠিকাদার একটি কিস্তিতে আবদ্ধ হয় তবে হোস্টেল নির্মাণ শেষ হলে ব্যবসায় বিলুপ্তি হবে।

৫. **মৃত্যুজনিত বিলোপসাধন:** কোনো অংশীদারের মৃত্যু হলে ব্যবসায়টির বিলুপ্তি ঘটবে।(ধারা-৪২-সি)।

৬. **দেউলিয়াপনার কারণে বিলোপসাধন:** কোনো অংশীদার বা সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়টি দেউলিয়া বলে ঘোষিত হলে অংশীদারি ব্যবসায় বিলুপ্ত হয়ে যাবে (ধারা-৪২-ডি)।

৭. **বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিলোপসাধন:** শুধু ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায়ের যে কোনো অংশীদার বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায়ের সমাপ্তি ঘটাতে পারে (ধারা-৪৩)।

৮. **আদালতের নির্দেশে বিলোপসাধন:** কোনো বিশেষ কারণে আদালত যদি কোনো অংশদারি ব্যবসায়কে বিলুপ্ত করার নির্দেশ দেন তবে তা বন্ধ হয়ে যাবে। সাধারণত নিম্নলিখিত কারণগুলোর জন্য আদালত ব্যবসায় বিলোপসাধনের নির্দেশ দিতে পারে (ধারা-৪৪):

   (ক) যদি কোনো অংশীদার পাগল হয়।

   (খ) যদি কোনো অংশীদার ব্যবসায় চালাতে স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়।

(গ) যদি কোনো অংশীদার দেউলিয়া হয়ে যায়।
(ঘ) যদি কোনো অংশীদার ইচ্ছাকৃত ও সচেতনভাবে চুক্তি লঙ্ঘন করে।
(ঙ) যদি আদালত মনে করে যে, ব্যবসায়টিতে শুধু লোকসানই হবে।
(চ) যদি কোনো অংশীদার তৃতীয় কোনো পক্ষের নিকট তার অংশ বিক্রয় বা হস্তান্তর করে।
(ছ) যদি আদালত কোনো অংশীদারের দেনার দায়ে তার সম্পত্তি আটক করে।
(জ) সর্বোপরি কোনো কারণে আদালত যদি মনে করে যে, এ ব্যবসায়টির বিলোপ সাধিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সারসংক্ষেপ

অংশীদারদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সম্পাদিত চুক্তির দ্বারাই অংশীদারদের দায়দায়িত্ব নির্ধারিত হয়। অবশ্য চুক্তিপত্রে এসব বর্ণিত না থাকলে অংশীদারি আইন দ্বারা সেসব বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয়। অংশীদারি ব্যবসায়ের দায়দায়িত্বের জন্য কোনো অংশীদারিত্বের সুবিধাভোগী নাবালক ব্যক্তিগত পর্যায়ে দায়ী হয় না। ব্যবসায়ের দেনার জন্য সে শুধুমাত্র ব্যবসায় হতে প্রাপ্ত তার মুনাফার অংশ ও সরবরাহকৃত মূলধনের অংশের পরিমাণ পর্যন্ত দায়বদ্ধ। এজন্য কোনো অবস্থাতেই নাবালকের ব্যক্তিগত অন্যান্য সম্পত্তিকে দায়ী করা যাবেনা। ব্যবসায়ের বিলোপসাধনও ব্যবসায়ের চুক্তিপত্রে উল্লিখিত ধারা অনুযায়ী হয়ে থাকে। অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন বলতে ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া এবং ব্যবসায়ের সমুদয় বিষয়-সম্পত্তি ও দায়-দেনার সার্বিক নিষ্পত্তি করাকে বোঝায়। তবে অংশীদারি আইন ১৯৩২ অনুসারে অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন ঘটতে পারে।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. অংশীদারি ব্যবসায়ের কাকে বলে? এ ব্যবসায়ের আবশ্যকীয় উপাদানসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
২. অংশীদারি সংগঠন কাকে বলে? অংশীদারি সংগঠনের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।
৩. অংশীদারি ব্যবসায় কী? এ ব্যবসায়ের সুবিধাবলি সংক্ষেপে লিখুন।
৪. অংশীদারি সংগঠনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৫. অংশীদারি ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা করুন।
৬. অংশীদারি চুক্তিপত্র কাকে বলে? চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তুসমূহ বর্ণনা করুন।
৭. ভবিষ্যতে ঝগড়া-বিবাদ মেটানোর জন্য অংশীদারি চুক্তিপত্রে কী কী বিষয় অর্ন্তভুক্ত করা উচিত?
৮. চুক্তিই অংশীদারি ব্যবসায়ের ভিত্তি- ব্যাখ্যা করুন।
৯. অংশীদারি চুক্তিপত্রের একটি নমুনা তৈরি করুন। চুক্তির শর্তসমূহ কী কী?
১০. অংশীদারি ব্যবসায়ের প্রকারভেদ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
১১. বিভিন্ন ধরনের অংশীদারি সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করুন।
১২. অংশীদারি ব্যবসায় কীভাবে গঠিত হয় আলোচনা করুন।
১৩. অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন কি বাধ্যতামূলক? ব্যবসায় নিবন্ধন না করার পরিণাম কী?
১৪. অংশীদারদের প্রকারভেদ আলোচনা পূর্বক অংশীদারদের অধিকার ও দায়সমূহ লিখুন।
১৫. অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন কী? এ ব্যবসায়ের বিলোপসাধন পদ্ধতি উল্লেখ করুন।
১৬. কী কী ভাবে অংশীদারি সংগঠনের বিলোপসাধন করা যায়?
১৭. বাংলাদেশে অংশীদারি ব্যবসায়ের সমস্যাসমূহ আলোচনা করুন।
১৮. অংশীদারি চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তুসমুহ বিশ্লেষণ করুন।
১৯. চুক্তিপত্রের অবর্তমানে অংশীদারদের অধিকারসমূহের বর্ণনা দিন।